10324 - তালবিুল ইলমরে আদবসমূহ

প্রশ্ন

আল্লাহ্ আমার প্রতি ইল্ম অন্বষেণ শুরু করার অনুগ্রহ করছেনে। আপনারা আমাকে কি কি শিষ্টাচারে ভূষতি হওয়ার নসীহত করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নশ্চিয় ইল্ম অর্জনরে বশে কছিু আদব রয়ছে; একজন তালবিুল ইল্মরে সে আদবগুলোতে সুশোভতি হওয়া উচতি। আমরা আপনার সমীপে সে আদব ও উপদশেগুলো পশে করছি; আশা করি আল্লাহ্ সগেুলোর মাধ্যমে আপনাকে উপকৃত করবনে:

এক:

ধর্যৈ: প্রয়ি ভাই, নঃিসন্দহেে ইল্ম অর্জন উচ্চ মর্যাদার বষিয়। পরশ্রিমরে সাঁড়ি না পরেয়িে উচ্চ শখিরে পৌঁছা যায় না। কবি আবু তাম্মাম নজিকেে সম্বোধন করে বলনে:

ছড়েে দে আমায়, আমি মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছতে চাই, সাধারণতঃ যথোয় পৌঁছা যায় না। কঠনি শখিরে পৌঁছতে হয় কাঠন্যি পার হয়ে, সহজ স্তরে পৌঁছা যায় সহজে। তুমি সস্তা পথে উচ্চ শখিররে নাগাল পতেে চাও? মধু খতেে হলে মধুকররে হুলে বদ্ধি হতে হয়।

অন্য এক কবি বলনে:

তুমি বৃদ্ধরে গতিতে মর্যাদার পানে আগাচ্ছ। অথচ অন্যরো কষ্টরে চূড়ান্তে পৌঁছে লুঙ্গি ফলেে রখেে ছুটে চলছ। মর্যাদার লক্ষ্যপানে কঠনি পরশ্রিম করে তাদরে অধকিাংশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। মর্যাদার নাগাল তারাই পায় যারা অধ্যাবসায় চালয়িে যায় ও ধর্যৈ রাখ। তুমি মর্যাদায় পৌঁছাকে খজেুর খাওয়ার মত সহজ মনে করো না। বরং তুমি ততিা ঔষুধ চটেে খাওয়া ব্যতীত মর্যাদার সীমানায় পৌঁছতে পারবে না।

সুতরাং ধর্যৈ ধর, অধ্যবসায়ী হও। কারণ জহিাদরে সবর হয় সামান্য কছিু সময়রে জন্য; কন্তিু তালবিুল ইল্মকে জীবনরে শষে মূহুর্ত পর্যন্ত ধর্যৈ ধরতে হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধর্যৈ ধারণ কর, ধর্যৈে প্রতযিোগতিা

কর এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহ্ ভীতি অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০]

দুই: কর্মনিষ্ঠা

আপনি নিষ্ঠার সাথে কর্ম করুন। আপনার উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকাল; লৌকিকতা ও সঙ্গি-সাথীদের উপরে উঠার লিপ্সা থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করে আলিমদের ওপর গৌরব করার জন্য অথবা জাহিল-মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য; আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"[সুনানে নাসাঈ (২৬৫৪), আলবানী সহিহুন নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

মোটকথা আপনার ভেতর ও বাহির বড়-ছোট সব ধরণের গুনাহ থেকে পবিত্র হতে হবে।

তিন: ইল্ম অনুযায়ী আমল করা:

জেনে রাখুন, আমল হচ্ছে– ইল্মের ফলাফল। যে ব্যক্তি ইল্ম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না সে ব্যক্তি ইহুদীদের মত; আল্লাহ্ কুরআনে যাদের ক্ষেত্রে সর্বনিকৃষ্ট উদাহরণ টেনে এনেছেন। তিনি বলেন: "যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা এর অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা; যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"[সূরা জুমুআ, আয়াত: ৫]

আর যে ব্যক্তি ইল্ম ছাড়া আমল করে সে খ্রিস্টানদের মত। যাদেরকে সূরা ফাতিহাতে পথভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আপনি যে যে কিতাবগুলো পড়বেন সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে 20191 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সে উত্তরটি পড়ে নিন।

চার:

আল্লাহ্ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এ অনুভুতি লালন করা: প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা আল্লাহ্ আপনাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এটা মনে জাগ্রত রাখা উচিত। ভয় ও আশা এ দুয়ের মাঝে আপনি আপনার রবের দিকে আগাচ্ছেন। একজন মুমিনের জন্য এ দুটো গুণ পাখির দুই ডানার তুল্য। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হোন; যাতে করে আপনার অন্তর আল্লাহ্র ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠে, আপনার জিহ্বা যিকিরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। আল্লাহ্র বিধান ও গূঢ় রহস্যগুলো জেনে আনন্দ-খুশি-উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। প্রত্যেক সিজদাতে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আপনার জন্য ইল্মের দ্বার খুলে দেন, আপনাকে উপকারী ইল্ম দান করেন। নিশ্চয় আপনি যদি আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ত হন আল্লাহ্

আপনাকে তাওফিক দিবেন, আপনাকে রাব্বানী আলেমদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন।

পাঁচ: সময়ের সদ্ব্যবহার করা:

ওহে বুদ্ধিমান, আপনার যৌবনকে, জীবনকালকে ইল্ম অর্জনে দ্রুত কাজে লাগান। এই তো করব, আগামীতে করব এ ধরণের ধোকা যেন আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। আপনার জীবন থেকে যে ঘণ্টাটি চলে যাচ্ছে সেটার কোন প্রতিস্থাপন নেই, সেটার কোন বদলি নেই। আপনার পারিপার্শ্বিক ব্যস্ততা, লক্ষ্যপানের পথে প্রতিবন্ধকতা, সর্বোচ্চ পরিশ্রম ও উদ্দীপনা বিনিয়োগের রাস্তায় বাধা-বিপত্তি যতটুকু সম্ভব সরিয়ে ফেলুন। কেননা এ বাধাগুলো হচ্ছে– যাত্রাপথের দস্যুর মত। এ কারণে সেলফে সেলহীন পরিবার থেকে দূরে ও স্বদেশ ত্যাগ করে ইল্ম হাছিল করাকে মুস্তাহাব মনে করতেন। কেননা চিন্তা-ভাবনা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সেটা গূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝার ক্ষেত্রে অযোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা একজন লোকের অন্তরে দুটো অন্তর রাখেননি। আরও বলা হয় আপনি যদি ইল্মকে আপনার পুরোটুকু না দেন ইল্ম আপনাকে সামান্যটুকুও দিবে না।

ছয়: সতর্কতা:

ইল্ম অর্জনের সূচনালগ্নে আপনি আলেমদের মতভেদে কিংবা সাধারণ মানুষের মতভেদের পেছনে পড়বেন না। কারণ এটি স্মৃতিকে হয়রান করে ফেলে, বিবেক-বুদ্ধিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। নানাবিধ কিতাবপুস্তক থেকেও আপনি সতর্ক থাকবেন। কেননা এতে আপনার সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। বরং আপনি যে কিতাব পড়ছেন বা যে বিষয়টি পড়ছেন সেটাকে আত্মস্থ করার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন। কোন কারণ ছাড়া এক কিতাব থেকে আরেক কিতাবে স্থানান্তরিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ এটি অস্বস্তি ও বিফলতার আলামত। আপনার উচিত প্রত্যেক শাস্ত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া, এরপর এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া।

সাত:

পাকাপোক্তভাবে মুখস্ত করা: আপনি যা মুখস্ত করতে চান সেটা কোন শাইখের তত্ত্বাবধানে কিংবা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে সুনিপুনভাবে শুদ্ধ করে নিতে সচেষ্ট হোন; এরপর পোক্তভাবে মুখস্ত করুন। এরপর নির্দিষ্ট একটি সময়ে বারবার আওড়াতে থাকুন যাতে করে আপনি যা মুখস্ত করেছেন তা ভুলে না যান।

আট:

কিতাব অধ্যয়ন: আপনি ছোট ছোট পুস্তিকাগুলো মুখস্ত করা, এগুলোর ব্যাখ্যা আত্মস্থ করা এবং এগুলোর মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা ও ফায়দা রয়েছে সেগুলো রপ্ত করার পর আপনি বড় কলেবরের কিতাবপত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ

করবনে। সার্বক্ষণকি পড়াশুনায় থাকবনে। যখনই কোন মূল্যবান ফায়দো, সূক্ষ্ম মাসয়ালা, বরিল শাখা মাসয়ালা, কোন জটলিতার সমাধান কংিবা সমজাতীয় বধিানগুলোর মাঝে পার্থক্য আপনার নজরে পড়বে সাথে সাথে সটো নোট করবনে। এটা সকল শাস্ত্ররে ক্ষত্রেইে। কোন একটি ফায়দো শুনলে কংিবা কোন একটি কায়দো জানলে আপনি সটোকে ছোট মনে করবনে না; বরং সাথে সাথে সটো নোট করবনে এবং মুখস্ত করে নবিনে।

ইল্ম অর্জনরে ক্ষত্রেে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। তাই আপনার বশেি ইল্ম অর্জন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বওে অল্পতেে তুষ্ট হবনে না। নবীদরে মীরাছ সামান্যটুকু পয়েে আপনি তৃপ্ত হবনে না। কোন একটি ফায়দো অর্জন করার সুযোগ থাকলে সটো হাত ছাড়া করবনে না। আগামীতে শখিব এ ধোকা যনে আপনাকে প্রবঞ্চতি না কর।ে কারণ রখেে দয়োর অনকে সংকট আছ।ে আর আপনি বর্তমান সময়ে যদি এই ফায়দোটা শখিে ফলেতে পারনে দ্বতিীয় সময়ে আপনি অন্য কছিু শখিতে পারবনে।

বকোরত্ব কংিবা দায়ত্বিরে প্রতবিন্ধকতা আসার পূর্বে আপনি আপনার অবসর ও কর্মোদ্দীপনাময় সময়কে কাজে লাগান। সুস্থতা ও যৌবনকালকে গনীমত মনে করুন। আপনার স্মৃতরি নর্িমলতা ও ব্যস্ততার স্বল্পতাকে সুযোগ হসিবেে গ্রহণ করুন।

আপনার যে কতিাবগুলো প্রয়োজন সগেুলো পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চষ্টো করুন। কনেনা কতিাব হচ্ছ–ে ইল্ম অর্জনরে মাধ্যম। কোন উপকার ছাড়া বশেি বশেি কতিাব সংগ্রহ করা যনে আপনার ইল্মী অর্জন না হয়, আপনার বোধশক্তরি অংশ না হয়। বরং আপনার কর্তব্য হচ্ছ–ে সাধ্যানুযায়ী কতিাবগুলো থকেে ফায়দো নয়োর চষ্টো করা।

নয়: সঙ্গি নর্িবাচন করা:

আপনি একজন নকেকার ও ইল্ম নয়িে ব্যস্ত থাক,ে স্বভাব প্রকৃতি ভাল এমন সঙ্গি গ্রহণে সচষ্টে হনে; যে বন্ধু আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করব।ে কোন ফায়দা ছুটে গলেে সটো পূরণ করতে সহযোগতিা করব।ে অধকি ইল্ম অর্জনে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করব।ে আপনার বরিক্তি দূর করব।ে সে যনে স্বীয় দ্বীন-ধর্মরে ব্যাপারে এবং উন্নত চরত্রিরে ব্যাপারে বশ্বিস্ত হয়। আল্লাহ্র জন্য উপদশেদাতা হয়।[দখেুন: ইবনে জামাআর ‘তাযকরিাতুস সামে’]

অসৎ সঙ্গি থকেে দূরে থাকবনে। কনেনা মানুষরে স্বভাব-প্রকৃতি অন্যরে দ্বারা সংগোপনে প্রভাবতি হয়। মানুষ হচ্ছ-ে পাখরি ঝাঁকরে মতন; একটা আরকেটাকে অনুকরণ করে থাক।ে এমন কোন সঙ্গরি সঙ্গত্বি থকেে সাবধান থাকুন। কনেনা এটি রোগতুল্য। এতে আক্রান্ত হওয়ার আগইে প্রতহিত করা সহজ।

দশ:

উস্তাদরে সাথে আদব রক্ষা করা: প্রাথমকি স্তররে ইল্ম কতিাবরে বুক থকেে গ্রহণ করা যায় না। বরঞ্চ অবশ্যই একজন

শাইখ থকেে নতিে হয়; মৌলকি জ্ঞানগুলো যার রপ্ত আছ; যাতে করে স্খলন থকেে নরিাপদ থাকা যায়। আপনার কর্তব্য হচ্ছ– শাইখরে সাথে আদব রক্ষা করে চলা। কনেনা এটাই হচ্ছ– আপনার কল্যাণ, সফলতা এবং ইল্ম হাছলিরে চাবকিাঠি। আপনার শাইখ যনে আপনার সম্মান, মর্যাদা ও কামেল আচরণরে পাত্র হন। আপনি আপনার শাইখরে সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবনে: তাঁর সাথে বসার ক্ষত্রে, কথা বলার ক্ষত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষত্রে, শ্রবণ করার ক্ষত্রে, তার সামনে কতিাবরে পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষত্রে, তার সামনে উচ্চবাচ্য পরত্যিাগ করার ক্ষত্রে, কোন কথা বা হাঁটার মাধ্যমে তাঁর অগ্রবর্তী না হওয়া, তার সামনে অধকি কথা না বলা, নজিরে কথা দয়িে তার দরসরে মধ্যে সংযোজনী না দয়ো, কোন জবাব দয়োর জন্য চাপাচাপি না করা, অধকি প্রশ্ন না করা বশিষেতঃ অনকে মানুষরে উপস্থতিতিে। কনেনা এটি আপনাকে প্রবঞ্চতি করব, আপনার বরিক্তরি উদ্রকে করব। আপনি শাইখকে তার নাম ধরে বা কুনয়িত ধরে ডাকবনে না। বরং এভাবে বলবনে: ইয়া শাইখি (হে আমার শাইখ) কংিবা বলবনে: ইয়া শাইখানা (হে আমাদরে শাইখ)।

যদি আপনার কাছে শাইখরে কোন ভুল চোখে পড়ে কংিবা কোন বস্মিৃতি ধরা পড়ে তাহলে এটার কারণে আপনার চোখে যনে শাইখরে মর্যাদা খাটো হয়ে না যায়। কনেনা এটি আপনার ইল্ম থকেে বঞ্চতি হওয়ার কারণ। ভুল থকেে বাঁচতে পারনে এমন কউে কি আছ?।[দখেুন: শাইখ বাকর আবু যায়দে এর ‘হলিাতু তালবিুল ইল্ম]

আমরা আল্লাহ্র কাছে আমাদরে জন্য ও আপনাদরে জন্য তাওফকি ও অবচিলতা প্রার্থনা করছি। তনিি যনে আমাদরেকে সইে দনিটি দখোন যইে দনি আপনি আলমে হবনে, আল্লাহ্র দ্বীনরে জন্য সকলরে রফোরন্সে হবনে, মুত্তাকীদরে ইমাম হবনে। আমীন... আমীন। নকিটবর্তী কোন সাক্ষাতে আবার দখো হব। ওয়াস সালাম।